চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

মুজিব
শতবর্ষ
MUJIB
100

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

৬ এপ্রিল থেকে চসিকের

৫০ শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন সেন্টার সার্ভিস চালু

চট্টগ্রাম-০৩ এপ্রিল'২০২১খ্রি.

কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে সংক্রমণ হার দ্রুত বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আক্রান্তদের সেবা প্রদান কল্পে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় নগরীর লালদিঘী পাড়স্থ চসিক লাইব্রেরী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবনে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আইসোলেশন সেন্টার স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী। তিনি আজ বিকাল ৩ টায় নিজে ঐ ভবন পরিদর্শন করে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরীকে খুব দ্রুততার সাথে আইসোলেশান সেন্টার প্রস্তুতের নির্দেশ দেন। আগামী ৬ এপ্রিল এই আইসোলেশন সেন্টারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। এখানে চিকিৎসাধীনরা বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধপত্র-অক্সিজেন সার্পোট, খাবারসহ সব ধরণের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সেবা পাবেন। এছাড়া রোগী পরিবহন ও স্থানান্তরের জন্য সার্বক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস থাকবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সুমন তালুকদারের তত্ত্বাবধানে এই আইসোলেশন সেন্টারে চসিকের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়োজিত থাকবেন। এছাড়া আক্রান্ত রোগীর অবস্থা জটিলতর হলে তা সারিয়ে তুলতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে বিশেষ পরামর্শ গ্রহণ করা হবে এবং টেলি মেডিসিন সেবারও ব্যবস্থা থাকবে। মেয়র আরো জানান, আইসোলেশন সেন্টার স্থাপনের পাশাপাশি নগরীতে সাধারণ জনগণের সুরক্ষায় বিনামূল্যে মাস্ক, সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়াও নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের তত্ত্বাবধানে কোভিড সুরক্ষায় সচেতনতামূলক মাইকিং করা হচ্ছে ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। মাইকিং ও লিফলেটের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মানা ও সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা পালন ও অনুসরণে বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে নগরবাসীকে সর্তক করে দেওয়া হচ্ছে।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-২)

গোলাম হায়দার মিন্টুর স্মরণসভায় মেয়র

ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে প্রত্যাখ্যাত হবো

চট্টগ্রাম-০৩ এপ্রিল’২০২১খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী ১৬নং চকবাজার ওয়ার্ডের সদ্য প্রায়ত ৭ বারের নির্বাচিত কমিশনার ও কাউন্সিলর মরহুম সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর মত নির্লোভ, সৎ ও জনকল্যাণমুখী নিবেদিত প্রাণ জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতিকরাই জাতির সম্পদ। মিন্টু ভাই ষাট দশকের ছাত্র রাজনীতির ফসল। চকবাজার এলাকায় জ্যৈষ্ঠ ছাত্র নেতা কাজী ইনামুল হক দানু ছিলেন ষাট দশকের ছাত্র রাজনীতিকদের ছায়া। তাই মিন্টু ভাই পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিতে জীবদ্দশায় উজ্জল ছিলেন। আজ শনিবার সকালে নগরীর জামালখানস্থ সিনিয়রস ক্লাব লিমিটেডের লাউঞ্জে চসিক কাউন্সিলর ফোরাম আয়োজিত প্রয়াত সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু স্মরণ সভায় তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, মিন্টু ভাইয়ের অর্থ-বিত্তের বৈভব ছিল না। কিন্তু মানুষের প্রতি অপার ভালবাসা ছিলো। তাই তিনি নির্বাচনে কখনো হারেননি। তিনি ৬ষ্ঠ নির্বাচিত পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা একটি যৌথ পরিবার। আমাদেরকে যারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে আমাদের প্রতি তাদের অনেক প্রত্যাশা এবং তা পূরণ করতে পারলেই আমরা আস্থাভাজন থাকবো, নয়তো প্রত্যাখ্যাত হবো। জামালখান ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন-প্যানেল মেয়র আব্দুস সবুর লিটন, মোঃ গিয়াস উদ্দীন, আফরোজা জহুর (আফরোজা কালাম), কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, আবুল হাসনাত মোঃ বেলাল, মোঃ মোবারক আলী, মোঃ শাহেদ ইকবাল বাবু, আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ বাচ্চু, মোহাম্মদ জাবেদ, হাজী নুরুল হক, গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, মোঃ মোর্শেদুল আলম, মোঃ মোর্শেদ আলী, আবদুস সালাম মাসুম, পুলক খাস্তগীর, মোঃ ইলিয়াছ, আবদুল মান্নান, বেগম লুৎফুন্নেছা দোভাষ বেবী, জেসমিন পারভীন জেসি, রুমকি সেনগুপ্ত, প্রয়াত সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টুর পুত্র সাইয়েদ সদরুল হায়দার, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী ও ডাঃ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-৩)

ঠান্ডাছড়ি রির্সোট পরিদর্শনকালে মেয়র

নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি দিয়ে আয়বর্দ্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চাই

চট্টগ্রাম-০৩ এপ্রিল’২০২১খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, আমাদের যে ভূ-সম্পত্তি রয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার এবং সেখানে পরিকল্পিত আয়বর্দ্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হলে নগরীর উন্নয়ন ও জনদূর্ভোগ লাঘবে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বনির্ভরতা নিশ্চিত হবে। তিনি আজ সকালে ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডস্থ চসিকের ঠান্ডাছড়ি রির্সোট পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয় নগরবাসীর দেয়া কর, রাজস্ব আদায় বা কখনো কখনো সরকার থেকে পাওয়া থোক বরাদ্দ থেকে। এ দিয়ে নগরীকে সকলের বাসযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা খাত অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি বিস্তৃত। এ জন্য একসময় দেশ-বিদেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ছিলো। এটা সম্ভব হয়েছে প্রায়ত সফল মেয়র এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর দূরদর্শী দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে। তিনি চসিকের ভূ-সম্পদ বাড়িয়েছেন। এখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ অনেক আয়বর্দ্ধক প্রকল্প গড়ে তুলেছিলেন। এ ভাবেই চসিককে তিনি স্বনির্ভর করেন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও অবকাঠামোগত নির্মাণে কখনও কারো মুখাপেক্ষী হননি। তিনি উল্লেখ করেন যে, ঠান্ডাছড়ি রির্সোট মহিউদ্দিন চৌধুরীর একটি অনন্য কীর্তি। বিশাল এই ভূ-সম্পত্তিতে পর্যটন ও বিনোদন স্পটসহ অনেক ছোট-বড়-মাঝারী আয়বর্দ্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এতে চসিকের সক্ষমতার ভিত মজবুত হবে। এই লক্ষ্যে তিনি চসিকের সকল কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের আয়বর্দ্ধক প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা যাচাই ও উপায় অন্বেষণের আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গাজী মো. শফিকুল আজিম, জালালাবাদ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. শাহেদ ইকবাল বাবু, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোর্শেদুল আলম চৌধুরী, ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম চৌধুরী, স্থপতি আবদুল্লাহ আল ওমর, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মঈনুল হোসেন চৌধুরী জয় প্রমুখ।

সংবাদদাতা
স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩